**ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা উদ্বোধন**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বৃহস্পতিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮, শাহবাগ, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

অতিথিবৃন্দ এবং

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

**আসসালামুআলাইকুম।**

ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের মহান নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমি শ্রদ্ধা জানাই ত্রিশ লাখ শহিদ এবং দুই লাখ মা-বোনের প্রতি, যাঁদের আত্মত্যাগে আমরা পেয়েছি আত্মপরিচয় ও লাল সবুজের পতাকা।

**উপস্থিত সুধিমন্ডলী,**

আজ এমন এক সময়ে এই অনুষ্ঠান করছি যখন আমরা বিশ্ব দরবারে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে মর্যাদা পেয়েছি। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিত। আমাদের জাতির পিতা কেবল একটি স্বাধীন দেশই উপহার দেননি, তিনি দেশের প্রতিটি স্তরের উন্নয়ন ও সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়ে গেছেন। তাঁর স্বপ্নের সেই সিঁড়ি বেয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। বিগত দিনের সকল রেকর্ড ভেঙে বর্তমান সরকারের অর্জিত সাফল্য বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ থেকে আজকের এই উত্তোরণের বাঁকে বাঁকে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস। একটি শোষণমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের লক্ষ্য নিয়েই আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করেছিল।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সোনার বাংলাদেশ হিসাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রতিটি সেক্টরের উন্নয়ন কাজ শুরু করেন। কিন্তু একাত্তরের পরাজিত শক্তির ষড়যন্ত্রে জাতির পিতা শাহাদাৎবরণ করায় তাঁর এই স্বপ্ন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। থেমে যায় বাংলাদেশের উন্নয়নের চাকা। দেশকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে শুরু হয় হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্র আর ইতিহাস বিকৃতির রাজনীতি।

আমরা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলছি। ডেল্টা প্লান ২১০০ অনুমোদন দিয়েছি। এই পরিকল্পনার আওতায় আগামী ১০০ বছরের টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলাসহ খাদ্য নিরাপত্তা অনেকটাই নিশ্চিত হবে।

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে আমরা জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে দেশের উন্নয়নে মনোনিবেশ করি। স্বল্প মেয়াদি, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করে দেশকে পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাই।

দেশের ৯০ ভাগ মানুষ আজ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। আমরা বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছি একটি দেশের জন্মের ৫০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কীভাবে দ্রুতগতিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মতো সফলতা অর্জন করতে পারে।

বর্তমান সরকারের দূরদর্শী নেতৃত্ব, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানিমূখী শিল্পায়ন, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্পের সেক্টরে রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচকে বাংলাদেশ এখন সাফল্যের রেকর্ড গড়েছে।

নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

এখন প্রয়োজন এই সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার।

**সুধিবৃন্দ,**

উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনন্য স্বাক্ষী হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল বাংলাদেশের সাফল্যের ইতিহাসে নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সাথে ১৯৭১ সালের মহন স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এটিই ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম পাঁচ তারকা হোটেল। ১৯৬৬ সালে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা নামে যখন এটি চালু হয়, তখন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীর নাম ছিল ঢাকা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার সাক্ষী এই হোটেল।

১৯৭০-এর নির্বাচনের পর থেকে এখানে অনেক রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হয়। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এখানেই দুই দফা আক্রমণ চালিয়েছিলেন সেক্টর দুইয়ের অধীন ক্র্যাক প্লাটুন খ্যাত গেরিলারা। ১৭ জন তরুণের মুক্তিযোদ্ধার দল বাঙালি জাতির মুক্তি এবং পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঢাকায় প্রথম গেরিলা অপারেশন ‘অপারেশন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-হিট এন্ড রান’ চালাতে আসেন। অত্যন্ত সফল এ অভিযানের মাধ্যমেই মূলত বাঙালির প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্ক জানতে সক্ষম হয় পুরো পৃথিবী।

আজ যখন ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কথা বলছি তখন মনে পড়ছে সেই সব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাঁদের সাথে জড়িয়ে রয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধের বহু স্মৃতি। এটি আমাদের জন্য নিশ্চয়ই আনন্দের বিষয় যে, হোটেলটি পুনরায় আগের চেয়ে আরও আধুনিক সেবা ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে নতুন উদ্যমে চালু হতে যাচ্ছে।

৬০ বছরের পুরনো ভবন সংস্কারের মাধ্যমে নতুন রূপে সেজেছে পাঁচতারকা এই হোটেল। ভবনের মূল কাঠামো ঠিক রেখে যুক্ত করা হয়েছে স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মোগল স্থাপত্যশৈলী। সঙ্গে আধুনিক সময়ের চাহিদা মেটাতে আনা হয়েছে অবকাঠামোগত পরিবর্তন। এটি অনেক বছরের পুরনো একটি হোটেল। বর্তমানে আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক মানের আরো আধুনিক হোটেল রয়েছে। সে হিসেবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে হোটেলটিকে নতুন রূপ দেওয়ার দরকার ছিলো।

আন্তর্জাতিক মান রক্ষার জন্য হোটেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশে নিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী ইন্টারকন্টিনেন্টালে যে ধরনের সেবা ও সুবিধা পাওয়ার কথা, এই হোটেলটিকেও সেভাবে অতিথিদের জন্য নতুন রূপে গড়ে তোলা হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি, সম্পূর্ণ গ্রীন হোটেল হিসেবে এবং সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসমৃদ্ধ এই হোটেলটি বিশ্ব গ্রাহকদের কাছে নতুন এক চমক সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। এই হোটেল বিদেশী পর্যটক ও অতিথিদের ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত কাজের ক্ষেত্রে আরও আকৃষ্ট করবে। এর ফলে দেশের জিডিপিতে যোগ হবে বাড়তি মাত্রা।

**সুধিবৃন্দ,**

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মানুষ তার ভোট ও ভাতের অধিকার ফিরে পেয়েছে। ফিরে পেয়েছে হারানো গৌরব। যে গৌরব ১৯৭৫ সালে জাতির জনক হত্যার পর তাঁরা হারিয়ে ফেলেছিল। গণতন্ত্র আজকে শক্তিশালী হয়ে শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লুটপাট, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বন্ধ হয়েছে। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষার হার বেড়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছে। তৃণমূলের জনগণ আজ উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। এই সরকার জনগণের সরকার। উন্নয়নের এই ধারা বজায় রেখেই আমাদের আগামীতে এগিয়ে যেতে হবে।

৯ বছরে দেশের প্রতিটি সেক্টরে আমরা অভাবনীয় উন্নয়ন করেছি। আমাদের সময়ে দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। নিন্মবিত্ত থেকে ৫ কোটি মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছে। ২০১৭ সালে ১০ লাখের বেশি মানুষের বিদেশে চাকুরি হয়েছে।

১৪২টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কার্যক্রম থেকে ৬৭ লক্ষাধিক প্রান্তিক মানুষ উপকৃত হচ্ছে। দেশ খাদ্যে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণতাই অর্জন করেনি, খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশ হয়েছে বাংলাদেশ। খাদ্য উৎপাদন ৪ কোটি মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা এখন মানুষের দোরগোড়ায়। সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র মানুষ বিনামূল্যে ৩০ পদের ঔষধ পাচ্ছে। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে হয়েছে ৭২ বছর।

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। ফোর-জি যুগে প্রবেশ করেছি। এখন ১৩ কোটি মোবাইল সিম ব্যবহৃত হচ্ছে। ইন্টারনেট গ্রাহক ৮ কোটির বেশি। ৫ হাজার ২৭৫টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এবং ৮ হাজার ৫০০ ই-পোস্ট অফিস থেকে ২০০ ধরনের ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

**উপস্থিত সুধিবৃন্দ,**

বাংলাদেশ আজ প্রতিটি সেক্টরে বিশ্ব সভায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় ইতিহাস-ঐতিহ্য আর আধুনিকতার ছোঁয়ায় নতুনভাবে সজ্জিত হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল দেশে ও বিদেশে সুনাম কুড়াতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আজকের অনুষ্ঠানে আসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

সবাই সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...